W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 17 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 21. 02. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Ananda Bazar Patrika,' a Bengali daily dated 21.02.2018, the news item is captioned 'তোলা চেয়ে বোমা-গুলি, জখম দুই'

Commissioner of Police, Barrackpore Police Commissionerate is directed to enquire into the matter and to submit a report by 22nd March, 2018.

21/2/18

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

21/2/18

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

শিল্পাঞ্চলে দাপিয়ে বেড়াল দুষ্কৃতীরা

তোলা চেয়ে বোমা-গুলি, জখম দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা

বেলা ১২টা সবে পেরিয়েছে। হঠাৎ স্বামীর আর্ত চিৎকার শুনে বাড়ির বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলেন স্ত্রী। সঙ্গে মেয়ে। তাঁরা দেখলেন, বাড়ির উল্টো দিকে তাঁদের ইমারতি দ্রব্যের দোকানের বারান্দায় রক্তাক্ত অবস্থায় বসে ওই মহিলার স্বামী গৌরাঙ্গ গুহ। দোকান ঘিরে এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে চার যুবক। পড়ছে বোমাও। আর ওই ব্যক্তি চিৎকার করে বলছেন, "ডাকাত পড়েছে! তোমরা ঘরে ঢুকে যাও। দরজা বন্ধ করে দাও।"

মঙ্গলবার ভরদুপুরে প্রায় দশ মিনিটের এই দুষ্কৃতী-তাণ্ডবে ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলেন কামারহাটির নওদাপাড়ার উত্তরায়ন সরণির বাসিন্দারা। পুলিশ জানায়, ওই দোকানের মালিক গৌরাঙ্গবাবু এবং তাঁর কাছে টাকা নিতে আসা ইট ব্যবসায়ী রঞ্জিত সিংহ গুলিতে জখম হয়েছেন। দু'জনই বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, গুলি রঞ্জিতবাবুর পিঠের বাঁ দিক দিয়ে পাঁজরে ঢুকে হার্টের কিছুটা দূরে আটকে গিয়েছে। আর গৌরাঙ্গবাবুর বাঁ পায়ের নীচে গুলি লেগেছে।

কামারহাটি পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডে উত্তরায়ন সরণির বেণীর মাঠ এলাকা খুব ঘিঞ্জি পাড়া। বড় রাস্তার উপরেই গৌরাঙ্গবাবুর দোকান ও গুদাম। তার গা ঘেঁষে থাকা দেড়শো মিটার লম্বা গলির শেষ প্রান্তে রয়েছে প্রায় ১২ ফুটের পাঁচিল। স্থানীয়রা পুলিশকে জানান, কালো গেঞ্জি-প্যান্ট পরা বছর কুড়ি-বাইশের ওই চার দুষ্কৃতীর মুখে কালো কাপড় বাঁধা ছিল। ঘটনার কিছু ক্ষণ আগে তারা ওই পাঁচিল টপকে আসার সময়ে কয়েক জন স্থানীয় বাসিন্দা বারণ করেছিলেন। তখন তারা বলেছিল, "কোনও সমস্যা নেই। আমরা এমনিই যাচ্ছি।" তাণ্ডবের পরে ওই গলি দিয়ে একই ভাবে পাঁচিল টপকে চলে যায় তারা।

প্রশ্ন উঠেছে, নিশ্চিন্তে হেঁটে এসে ঘিঞ্জি এলাকার দোকানে তাণ্ডব করার সাহস পেল কী করে ওই দুষ্কৃতীরা? ঘটনার পরে এলাকায় বসেছে পুলিশ পাহারা। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার রাজেশকুমার সিংহ বলেন, "দুষ্কৃতীরা স্থানীয়, না বাইরের, তা স্পষ্ট নয়। স্থানীয় দুষ্কৃতীদের খোঁজ চলছে।"

এ দিন এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, বাসিন্দারা আতঙ্কিত। গলিতে দোকানের সামনে বোমার দাগ। গৌরাঙ্গবাবুর পরিজনেরা জানান, দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে ইমারতি দ্রব্যের ব্যবসা করলেও কখনও এমন সমস্যা হয়নি। কেউ টাকাও চায়নি। সম্প্রতি প্রোমোটিংয়ের কাজও শুরু করেছেন গৌরাঙ্গবাবু। তাঁর মেয়ে নবনীতা পাল জানান, প্রতি মঙ্গলবারের মতো এ দিনও ইট সরবরাহের টাকা নিতে নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছিলেন বারাসতের নীলগঞ্জের বাসিন্দা রঞ্জিতবাবু। দু'জনে মিলে দোকানে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। তখনই গৌরাঙ্গবাবু 'ডাকাত পড়েছে' বলে চিৎকার শুরু করেন। স্ত্রী শঙ্করীদেবী বলেন, "ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, বোমা-গুলির বৃষ্টি। তাই রাস্তায় নামতে পারিনি। দুষ্কৃতীরা চলে যেতে দোকানে গিয়ে দেখি, দু'জনই রক্তে ভাসছেন।" এর পরে রঞ্জিতবাবুর গাড়িতে চাপিয়েই দু'জনকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পর বাইপাসের হাসপাতালে।

প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জেনেছে, ওই চার দুষ্কৃতী দোকানে ঢুকে মোটা টাকা 'তোলা' চাইলে দু'জনেই দিতে অস্বীকার করেন। তখন এক দুষ্কৃতী গুলি চালাতেই তাকে ধরে ফেলেন রঞ্জিতবাবুরা। এর পরে বাকিরা এসে তাণ্ডব শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দা মণিদীপা নাথ বলেন, "আচমকা গুলির শব্দ শুনে ভয়ে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি, চার দিক বোমার ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। ভয়ে হাত-পা কাঁপছিল।"

পুলিশ কমিশনার জানান, রঞ্জিতবাবু যে প্রতি মঙ্গলবার আসেন, তা জানত দুষ্কৃতীরা। তিনি বলেন, "আঘাত করে টাকা ছিনতাই, না ছিনতাই করার জন্য আঘাত করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

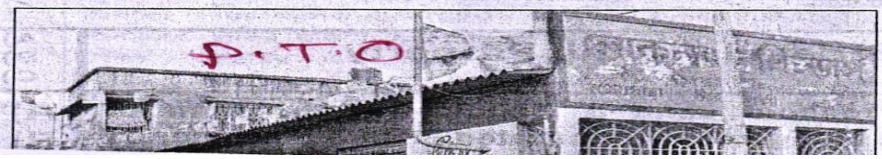

পাড়ায় সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা

তোলাবাজি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল এলাকায়। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন বাসিন্দারা। অভিযোগ, তাদের বিরোধিতা করলে 'লাশ পড়ে যাবে' বলে হুমকিও দিয়েছিল ওই দুষ্কৃতীরা। এবং সেই হুমকি যে ফাঁকা বুলি নয়, সোমবার রাতে তা হাড়ে হাড়ে টের পেল ব্যারাকপুরের সদর বাজার এলাকা। দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হলেন এলাকার এক ব্যবসায়ী। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি এখন চিকিৎসাধীন।

এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাস্তায় নামেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দোকানপাট বন্ধ রাখেন ব্যবসায়ীরা। এই ঘটনায় তিন জনকে ধরেছে পুলিশ। কিন্তু শিবু যাদব বলে যার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, সে এখনও ধরা পড়েনি। এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, শিবু ও তার দলবলকে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা মদত দিচ্ছেন। দলের অন্দরেও কেউ কেউ এই অভিযোগ তুলেছেন। তবে তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পুলিশের বক্তব্য, দু'টি পাড়ার মধ্যে গণ্ডগোলের জেরেই শেখ চাঁদু নামে ওই ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রের খবর, সদর বাজারে চাঁদুর মাছের ব্যবসা রয়েছে। সোমবার রাত পৌনে ১১টা নাগাদ ওষুধ কিনতে বেরিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল তাঁর ছেলে। সেই সময়ে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সশস্ত্র কিছু দুষ্কৃতী। আর পাড়ার মোড়ে ছিলেন এলাকার কয়েক জন যুবক। হঠাৎই দু'পক্ষের তুমুল বচসা বেধে যায়। আগ্নেয়াস্ত্র বার করে শাসাতে শুরু করে দুষ্কৃতীরা। পাড়ার যুবকেরা পুলিশ ডাকার কথা বলতেই শূন্যে গুলি ছোড়ে তারা।

এর পরে ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা তাদের ধাওয়া করলে ওই দুষ্কৃতীরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। তখন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন চাঁদু। তাঁর গায়ে গুলি লাগে। তাঁকে লুটিয়ে পড়তে দেখে চলে যায় দুষ্কৃতীরা।

জখম চাঁদুকে স্থানীয় বি এন বসু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আনা হয় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মঙ্গলবার সেখান থেকে তাঁকে এক বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানান, গুলিতে হাতের হাড় ভেঙেছে চাঁদুর। চোট লেগেছে পাঁজরেও। চাঁদুর স্ত্রী শেহনাজ বিবি

কামারহাটি পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডে উত্তরায়ন সরণির বেণীর মাঠ এলাকা খুব ঘিঞ্জি পাড়া। বড় রাস্তার উপরেই গৌরাঙ্গবাবুর দোকান ও গুদাম। তার গা ঘেঁষে থাকা দেড়শো মিটার লম্বা গলির শেষ প্রান্তে রয়েছে প্রায় ১২ ফুটের পাঁচিল। স্থানীয়রা পুলিশকে জানান, কালো গেঞ্জি-প্যান্ট পরা বছর কুড়ি-বাইশের ওই চার দুষ্কৃতীর মুখে কালো কাপড় বাঁধা ছিল। ঘটনার কিছু ক্ষণ আগে তারা ওই পাঁচিল টপকে আসার সময়ে কয়েক জন স্থানীয় বাসিন্দা বারণ করেছিলেন। তখন তারা বলেছিল, "কোনও সমস্যা নেই। আমরা এমনিই যাচ্ছি।" তাণ্ডবের পরে ওই গলি দিয়ে একই ভাবে পাঁচিল টপকে চলে যায় তারা।

প্রশ্ন উঠেছে, নিশ্চিন্তে হেঁটে এসে ঘিঞ্জি এলাকার দোকানে তাণ্ডব করার স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পর বাইপাসের হাসপাতালে।

প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জেনেছে, ওই চার দুষ্কৃতী দোকানে ঢুকে মোটা টাকা 'তোলা' চাইলে দু'জনেই দিতে অস্বীকার করেন। তখন এক দুষ্কৃতী গুলি চালাতেই তাকে ধরে ফেলেন রঞ্জিতবাবুরা। এর পরে বাকিরা এসে তাণ্ডব শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দা মণিদীপা নাথ বলেন, "আচমকা গুলির শব্দ শুনে ভয়ে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি, চার দিক বোমার ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। ভয়ে হাত-পা কাঁপছিল।"

পুলিশ কমিশনার জানান, রঞ্জিতবাবু যে প্রতি মঙ্গলবার আসেন, তা জানত দুষ্কৃতীরা। তিনি বলেন, "আঘাত করে টাকা ছিনতাই, না ছিনতাই করার জন্য আঘাত করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

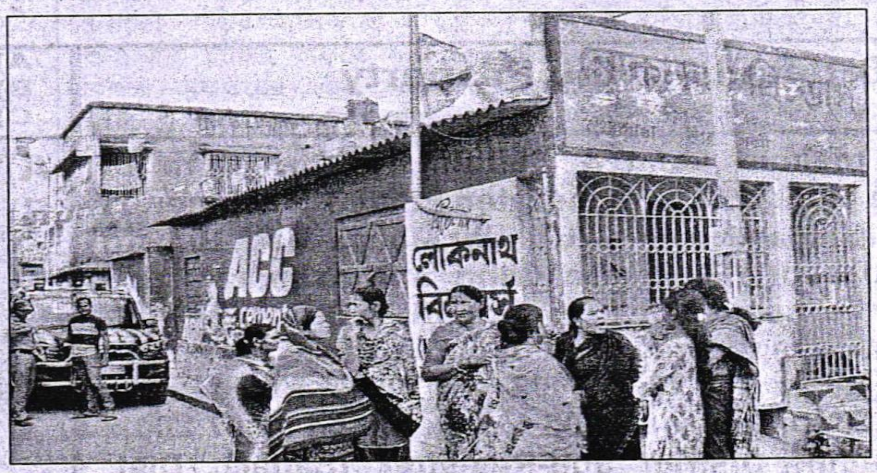

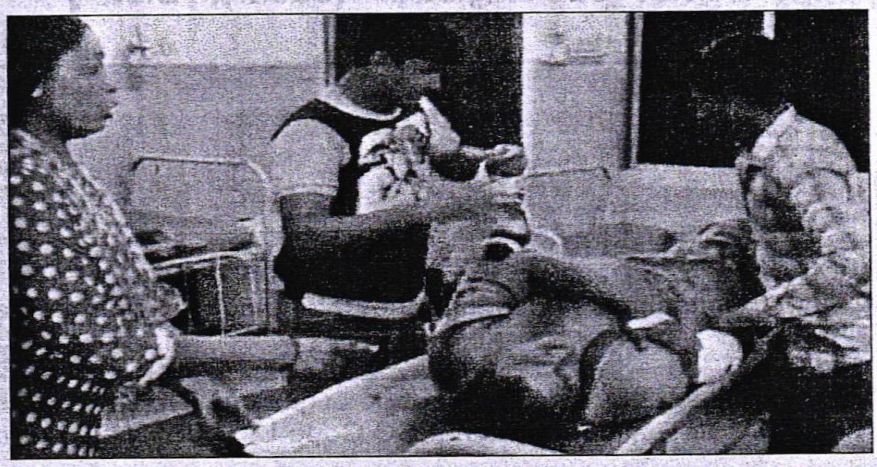

■ (উপরে) কামারহাটির এই দোকানেই চলেছে তাণ্ডব। ঘটনার পরে এলাকায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা। (নীচে) হাসপাতালে আনা হয়েছে ব্যারাকপুরে গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী শেখ চাঁদুকে। মঙ্গলবার। *নিজস্ব চিত্র*

চাঁদুর মাছের ব্যবসা রয়েছে। সোমবার রাত পৌনে ১১টা নাগাদ ওষুধ কিনতে বেরিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল তাঁর ছেলে। সেই সময়ে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সশস্ত্র কিছু দুষ্কৃতী। আর পাড়ার মোড়ে ছিলেন এলাকার কয়েক জন যুবক। হঠাৎই দু'পক্ষের তুমুল বচসা বেধে যায়। আগ্নেয়াস্ত্র বার করে শাসাতে শুরু করে দুষ্কৃতীরা। পাড়ার যুবকেরা পুলিশ ডাকার কথা বলতেই শূন্যে গুলি ছোড়ে তারা।

এর পরে ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা তাদের ধাওয়া করলে ওই দুষ্কৃতীরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। তখন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন চাঁদু। তাঁর গায়ে গুলি লাগে। তাঁকে লুটিয়ে পড়তে দেখে চলে যায় দুষ্কৃতীরা।

জখম চাঁদুকে স্থানীয় বি এন বসু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আনা হয় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মঙ্গলবার সেখান থেকে তাঁকে এক বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানান, গুলিতে হাতের হাড় ভেঙেছে চাঁদুর। চোট লেগেছে পাঁজরেও। চাঁদুর স্ত্রী শেহনাজ বিবি জানান, তাঁর স্বামীর সঙ্গে কারও কোনও বিরোধ নেই।

ঘটনার পরেই পুলিশ আসে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তোলাবাজদের নামে অভিযোগ দায়ের করেন।

ব্যারাকপুরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (জোন ১) কে কারনান জানান, দুই পাড়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে গোলমাল চলছিল। তার জেরেই এক পক্ষ গুলি চালায়। ধৃত তিন জনের নাম এস কে রাজ, তপন নায়েক ও রামা জয়সোয়ারা। তবে চাঁদুকে পাওয়া যায়নি।

এ দিন তৃণমূল নেতা অর্জুন সিংহ বলেন, "এলাকায় কারও দাদাগিরি সহ্য করা হবে না।" স্থানীয় তৃণমূল নেতা রবীন ভট্টাচার্যের অভিযোগ, "শিবু যাদব ও তার দলবল দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার বাসিন্দাদের উপরে সন্ত্রাস চালাচ্ছে।"

এলাকার তৃণমূল বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত বলেন, "পুরো ঘটনা জেনে উঠতে পারিনি। খোঁজ নিয়ে দেখছি।"